
WHAT WE
LEAVE
UNSEEN

দ্বিতীয় পর্ব

চৌকাঠ ৪

যা আমরা অদেখা রেখে যাই

একটা প্রশ্ন দেরিতে আসে।

আমরা যতটা ভাবি, তার চেয়ে অনেক পরে।

তরুণ বয়সে আমরা জীবনকে জিজ্ঞেস করি, কী কী পেতে পারব।

প্রাপ্তবয়সে জিজ্ঞেস করি, কী কী ধরে রাখতে পারব।

কেবল বহু বছর পরেই আমরা নিজেদের অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে শুরু করি।

আমরা যখন আর থাকব না, তখন কী থেকে যাবে?

এ এমন এক প্রশ্ন, যা কদাচিৎ মুখ ফুটে বলা হয়।

হয়তো কারণ তা আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে।

হয়তো কারণ তা আমাদের বর্তমানের ওপারে তাকাতে বাধ্য করে।

হয়তো কারণ নিজের অনুপস্থিতির মুখোমুখি হতে কেউ ভালোবাসে না।

আর তবুও সে আসে।

সবসময়।

আগে হোক বা পরে, সে আসে।

দীর্ঘদিন আমি ভেবেছি উত্তরাধিকার মানে দৃশ্যমান কিছু।

একটা কীর্তি।

একটা কোম্পানি।

একটা বাড়ি।

একটা বই।

একটা ফলাফল।

এমন কিছু, যা আঙুল দিয়ে দেখানো যায়, চেনা যায়।

তারপর সময় আমাকে একটা গভীরতর সত্য দেখাল।

আমরা যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো রেখে যাই, তা দেখা যায় না।

তা কোনও তালিকায় ওঠে না।

তা হিসাবের খাতায় ঢোকে না।

তা পরিসংখ্যানে জায়গা পায় না।

আর তবুও তা বেঁচে থাকে।

আমি এমন মানুষদের দেখা পেয়েছি, যারা কখনও কোনও বই লেখেনি, অথচ ডজন ডজন মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে।

এমন মানুষ, যারা কখনও বড় কোনও প্রতিষ্ঠান চালায়নি, অথচ গোটা গোটা পরিবারের ওপর রেখে গেছে অমোচনীয় ছাপ।

এমন মানুষ, যাদের নাম কোনও বিশ্বকোষে থাকবে না, তবু যারা নিজেদের কাজের পরিণতির ভেতর দিয়ে টিকে থাকে।

এই আবিষ্কার সাফল্যকে দেখার আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিল।

কারণ সাফল্য দৃশ্যমান হতে ভালোবাসে।

প্রকৃত উত্তরাধিকার, উল্টোদিকে, প্রায়ই কাজ করে আড়ালে।

আমাদের বাবা-মায়ের কথা ভাবা যাক।

আমাদের শিক্ষকদের কথা।

এমন কিছু মানুষের কথা, যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাত্র কয়েক মাসের জন্য, অথচ যারা দশকের পর দশক আমাদের প্রভাবিত করতে পেরেছে।

তাদের অনেকে একেবারেই জানে না, আমাদের ওপর তারা কী প্রভাব ফেলেছিল।

তারা কথা বলেছে।

তারা কাজ করেছে।

তারা বেঁচেছে।

আর কিছু একটা থেকে গেছে।

এমন কিছু, যা আজও চলছে।

এটাই মানব-ইতিহাসের অদৃশ্য অংশ।

সবচেয়ে বড়।

সবচেয়ে কম বলা।

সবচেয়ে শক্তিশালী।

বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের সিদ্ধান্তগুলোকে অন্যভাবে দেখতে শুরু করলাম।

নিজেকে আর শুধু এই প্রশ্ন করতাম না:

“আমি কী গড়ছি?”

নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম:

“আমি কী দিয়ে যাচ্ছি?”

তফাতটা সূক্ষ্ম।

কিন্তু তা সবকিছু বদলে দেয়।

গড়া বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দিয়ে যাওয়া ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আর ভবিষ্যতে সবসময় বাস করে এমন মানুষ, যাদের আমরা চিনতে পারি না।

সন্তান।

নাতি-নাতনি।

পাঠক।

বন্ধু।

অচেনা মানুষ।

এমন মানুষ, যারা একদিন আমাদের পেছনে রেখে যাওয়া কোনও কিছুর সংস্পর্শে আসবে।

তারা জানবে না আমরা কে ছিলাম।

তারা সব খুঁটিনাটি জানবে না।

কিন্তু তারা একটা পরিণতি পাবে।

আর সেই পরিণতি আমাদের হয়ে কথা বলবে।

আমার পেশাদার জীবনে আমি প্রকল্প জন্মাতে আর হারিয়ে যেতে দেখেছি।

কোম্পানিকে বড় হতে আর বদলাতে দেখেছি।

বাজারের রূপান্তর দেখেছি।

প্রযুক্তিকে অচল হয়ে যেতে দেখেছি।

যা কিছু স্থায়ী মনে হয়েছিল তা সাময়িক প্রমাণিত হল।

প্রথমে এই বাস্তবতা আমাকে অস্থির করে তুলেছিল।

তারপর একে আমার মুক্তিদায়ক মনে হতে লাগল।

কারণ তা আমাকে বাধ্য করল, যা সত্যিই টেকে, তা অন্য কোথাও খুঁজতে।

আর যা টেকে, তা প্রায় কখনওই আমাদের অধিকারে যা আছে তার সঙ্গে মেলে না।

তা মেলে আমরা যা হস্তান্তর করি তার সঙ্গে।

একটা বাক্য।

একটা নীতি।

একটা দৃষ্টান্ত।

একটা আচরণ।

উপস্থিতির একটা রূপ।

আমরা যা দিয়ে যাই, তা যাত্রা করতে থাকে, আমরা আর সঙ্গে না থাকলেও।

প্রায়ই আমার এমন হয়েছে যে অন্যদের কথায় বা আচরণে আবার খুঁজে পেয়েছি এমন মানুষদের টুকরো, যারা আর ছিল না।

ভাবনার একটা ধরন।

একটা সংবেদনশীলতা।

এক ধরনের পরিহাসপ্রিয়তা।

একটা শিক্ষা।

সেই মুহূর্তগুলোয় আমি একটা জিনিস বুঝেছিলাম।

মানুষ পুরোপুরি হারিয়ে যায় না।

তাদের একটা অংশ পৃথিবীর ভেতর দিয়ে চলতে থাকে।

স্মৃতি হিসেবে নয়।

প্রভাব হিসেবে।

আর হয়তো এটাই স্থায়িত্বের সবচেয়ে খাঁটি রূপ।

বয়সের সঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে নিজেদের উত্তরাধিকারের বাইরের চেহারা নিয়ে আগ্রহ হারাই।

আমরা তার গুণমানের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে উঠি।

তা কত বড়, সেটা জরুরি নয়।

জরুরি হল, তা কতটা সত্য।

আন্তরিকতার সঙ্গে দিয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট সত্য অহমিকা দিয়ে গড়া এক বিশাল নির্মাণের চেয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে।

ইতিহাস এর উদাহরণে ভরা।

বিশাল সব কীর্তি ধসে পড়ে।

নীতিগুলো যাত্রা করতে থাকে।

কাঠামো বদলায়।

মূল্যবোধ টিকে থাকে।

এই কারণেই আজ আমি প্রতিটি সম্পর্ককে এক ধরনের বীজ বোনা বলে মনে করি।

আমরা কখনও জানি না, সত্যিই কী বেড়ে উঠবে।

আমরা কখনও জানি না, কোন কথাটা থেকে যাবে।

কোন আচরণটা মনে রাখা হবে।

কোন দৃষ্টান্তটা অনুকরণ করা হবে।

আমরা শুধু খাঁটিভাবে কাজ করতে পারি।

আর বাকিটা সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে পারি।

জীবনের শেষে, আমার বিশ্বাস, খুব কম মানুষই বিজয়ের সঠিক সংখ্যা মনে রাখে।

খুব কম মানুষই খুঁটিনাটি ফলাফল মনে রাখে।

খুব কম মানুষই পদবি মনে রাখে।

অনেকে বরং মনে রাখে তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছিল।

তাদের কীভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

তাদের কতটা সম্মান করা হয়েছিল।

তারা কতটা ভালোবাসা পেয়েছিল।

এটাই অদৃশ্য উত্তরাধিকার।

যা ছবিতে দেখা যায় না।

যা হাততালি কুড়োয় না।

যা মনোযোগ চায় না।

আর তবুও এটাই সেই অংশ, যা সবচেয়ে বেশি সময় টিকে থাকে।

আজ পেছনে তাকিয়ে বুঝি, একটা জীবন কেবল তার অর্জন দিয়ে মাপা হয় না।

তা মাপা হয় অন্যদের মধ্যে যা বেঁচে থাকে, তা দিয়েও।

যে ভাবনাগুলো আমরা দিয়ে গেছি, তাতে।

যে মানুষদের আমরা সাহায্য করেছি, তাদের মধ্যে।

যে মর্যাদা আমরা রক্ষা করেছি, তাতে।

যে আস্থা আমরা তৈরি করেছি, তাতে।

যে সাহস আমরা জাগিয়ে তুলেছি, তাতে।

সবই অদৃশ্য জিনিস।

সবই বাস্তব জিনিস।

হয়তো সবচেয়ে বাস্তব।

কারণ সময় যখন প্রায় সবকিছু নিয়ে চলে যাবে, তখন যা চোখে পড়ে না, তা থেকে যাবে।

যা আমরা অদেখা রেখে গেছি।